গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
রেলভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা

বিষয়ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের "চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় প্রস্তাবিত বে-টার্মিনালে রেলওয়ে সংযোগের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন"-শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	: ১০ এপ্রিল, ২০২২, বেলা ১১.০০ টা
স্থান	: রেল ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০), রেলভবন, ঢাকা

সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা/উন্নয়ন), উপসচিব (পরিকল্পনা-১/উন্নয়ন-৩), সিনিয়র সহকারি সচিব (পরিকল্পনা-৩), বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, জ্যেষ্ঠ পরিকল্পনা কর্মকর্তা-২ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সভায় অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধিগণ এবং পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধিগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত।

২.০। উপস্থাপনা ও আলোচনা

২.১। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভায় প্রকল্প বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপন করতে বলেন। অত:পর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পটির উদ্দেশ্য, প্রাক্কলিত ব্যয়, কাজের অগ্রগতি তুলে ধরে প্রকল্পটির কার্যকাল বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন।

২.২। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, আলোচিত প্রকল্পের সমীক্ষা প্রস্তাবে ডিপিপি'র মূল্য ৪৫২.৭৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটির কনসালটেন্ট ভ্যালু ৪৩৫.০৭ লক্ষ টাকা; তবে এ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৩২.৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৬.৯১%। তিনি আরো বলেন, ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল ০১-০৪-২০১৮ হতে ৩১-০৩-২০১৯। দুই দফায় প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদ বৃদ্ধি করে সর্বশেষ ৩০.০৬.২০২২ নির্ধারণ করা হয়। তিনি প্রকল্প শেষ করতে মেয়াদ ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত প্রয়োজন হবে মর্মে সভায় জানান। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় বার বার সময় বৃদ্ধি করেও প্রকল্প শেষ করতে না পারার কারণ জানতে চান। জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, কোভিড মহামারীর কারণে সরকার ঘোষিত ছুটি থাকায় চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি এবং সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তিনি বলেন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৭.১০.২০২০ তারিখে Inception Report দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি মাঠ পর্যায়ে টপোগ্রাফিক, জিওটেকনিক্যাল, হাইড্রোলজিক্যাল, সোশ্যাল সার্ভে কাজ শেষে ০৬ টি এ্যালাইনমেন্ট চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে এ্যালাইনমেন্টগুলো নিয়ে চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটির সাথে ০৬.১০.২০২১ তারিখে এবং সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের সাথে ১২.০৯.২০২১ তারিখে সভা করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ০৬টি এ্যালাইনমেন্ট চূড়ান্ত করতঃ ২৭.১২.২০২১ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের

মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) এর দপতরে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভার মতামতের আলোকে মোট ০৫টি এ্যালাইনমেন্ট বাছাই করে ০৬.০১.২০২২ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। তিনি জানান, এ্যালাইনমেন্ট নির্ধারণ চূড়ান্ত করার পর খসড়া সমীক্ষা (Draft Feasibility Study Report) প্রতিবেদন পেশ করত: বিস্তারিত ডিজাইন করা হবে। এসব কারণে সমীক্ষা প্রকল্পটির সময়সীমা আগামী জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য তিনি সভায় সুপারিশ করতে অনুরোধ জানান।

২.৩। উপরিউক্ত উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রকল্পটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচনা করে এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা দরকার। কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদনের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি চীনা প্রতিষ্ঠান এবং কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ফিজিক্যাল কোন কাজ হয়নি; এ কারণে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন। তিনি উপস্থিত সকলকে এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে অনুরোধ করেন।

২.৪। সভায় অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি যুগ্মসচিব বলেন, পর্যালোচনা সভাগুলো ঠিকমত হলে সময় ক্ষেপণ হয় না। তিনি বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেন।

৩.০। **সিদ্ধান্ত** ;

বিস্তারিত আলোচনান্তে ব্যয় ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়।

৪.০। সভায় অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৩/০৪/২০২২

(ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর)
সচিব